لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় ঃ ১৭শ বর্ষ ঃ ১৫/৩০শে নভেম্বর ঃ ১৯৬৩ সন ঃ ১৩/১৪শ সংখ্যা

মিনারাতুল মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
( কাদিয়ান )

"হে ইউরোপ ; তুমিও নিরাপদ নহ ; হে এশিয়া ! তুমিও নিরাপদ নহ ; হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংশ হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জন-মানব শূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, দেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। লুতের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, নূহের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

—হযরত মসিহ মাউদ (আঃ), ১৯০৬

সম্পাদক ঃ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

# সূচীপত্র

১৩/ ৪র্থ সংখ্যা
১৫/৩০ই নভেম্বর, ১৯৬৩


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ॥ কোরআন করীমের অনুবাদ | ॥ মৌলবী মোহাম্মাদ | ২৯৭ |
| ॥ নামায সম্বন্ধে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কতিপয় উক্তি | ॥ আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল | ২৯৯ |
| ॥ জুমআর খুতবা | ॥ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি ( আইঃ) | ৩০২ |
| ॥ পরকাল | মৌলবী মোহাম্মাদ | ৩০৭ |
| ॥ জামাতে এসলামী জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে | ॥ | ৩১৫ |
| ॥ প্রশ্নোত্তর | ॥ মৌলবী মোহাম্মাদ | ৩১৭ |
| ॥ ইশকে রসুল ( সাঃ ) | ॥ হযরত মসিহ্ মাউদ ( আঃ ) | ৩১৯ |


For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
*Best Monthly*

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH ( West Pakistan )

পাক্ষিক

نحمده و نصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

# আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ১৫ই নভেম্বর : ১৯৬৩ সন : ১৩শ সংখ্যা

## কোর্‌আন করীমের অনুবাদ

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

### সুরাহ্‌ বাকারাহ্‌

### সাঁইত্রিশ রুকু

২৬৮। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ, তাহার মধ্য হইতে যাহা উত্তম এবং যাহা আমরা জমিন হইতে তোমাদিগের জন্য উৎপন্ন করিয়াছি তাহার মধ্য হইতে (আল্লাহ্‌র পথে সাধ্যানুযায়ী) ব্যয় কর; এবং উহার মধ্য হইতে যাহা মন্দ তাহা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করিতে মতলব করিও না, যাহা তোমরা নিজেরাও চক্ষু বন্ধ করিয়া না লইলে গ্রহণ করিবে না এবং জানিও যে, আল্লাহ্‌ স্বয়ং-সম্পন্ন ও অত্যন্ত প্রশংসিত।

২৬৯। শয়তান তোমাদিগকে অভাবের ভয়

দেখায় এবং নির্লজ্জ কাজ করিতে আদে[illegible] দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তো[illegible] তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা ও প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ্ বিপুল দাতা ও সর্বজ্ঞাতা।

২৭০। তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যে প্রজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, সে নিশ্চয় বহু মংগল প্রদত্ত হইয়াছে; এবং ( স্মরণ রাখিও ) জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না।

২৭১। এবং তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর অথবা যাহা তোমরা মানত কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহা জানেন এবং তিনি তাহার উত্তম পুরস্কার দিবেন। এবং অত্যাচারীদিগের কেহই সাহায্যকারী হইবে না।

২৭২। যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর, ইহা ভাল; কিন্তু যদি তাহা তোমরা গোপনে কর এবং গরীবদিগকে দাও, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উত্তম এবং ( ইহার বিনিময়ে ) তিনি তোমাদের দূষ্কর্মের ফল বহুলাংশে দূরীভূত করিবেন; এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক জ্ঞাত আছেন।

২৭৩ তোমার উপর তাহা দিগকে সৎপথে আনিবার দায়িত্ব নাই; পরন্তু আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সৎপথে আনেন। এবং উত্তম ধন-সম্পদ যাহা তোমরা ( আল্লাহ্‌র পথে ) ব্যয় কর, উহা তোমাদিগের জন্যই ( সুফল-দায়ক হইবে ), যেহেতু কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য ( উক্তরূপ ব্যয় ) করিয়া থাক। এবং যে উত্তম ধনসম্পদ তোমরা ( আল্লাহ্‌র পথে ) ব্যয় কর, উহা সম্পূর্ণ-রূপে তোমাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং তোমাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

২৭৪। ( উক্ত দান ) সেই অভাবীগণের জন্য যাহারা আল্লাহ্‌র পথে ( ভিন্ন কাজে ) অবরুদ্ধ হইয়া আছে এবং ( তজ্জন্য ) দেশে ( স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন উদ্দেশ্যে ) বিচরণ করিয়া বেড়াইতে পারে না। ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত থাকার জন্য অজ্ঞলোকেরা তাহাদিগকে অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে করে। তুমি তাহাদিগের হাবভাব দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে; তাহারা সাধারণ্যে কাকুতি মিনতি করিয়া ভিক্ষা চাহে না। এবং তোমরা যে উত্তম অর্থ ( আল্লাহ্‌র পথে উক্ত উদ্দেশ্যে ) ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন।

( ক্রমশঃ )

# নামাজ সম্বন্ধে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কতিপয় উক্তি

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

১। নামাজ পড়িবার সময় মনে রাখিবে, যেন তুমি আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাড়াইতেছ এবং তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।

২। নামাজ দাড়াইয়া পড়, যদি দাড়াইতে সক্ষম না হও তাহা হইলে বসিয়া পড়; বসিতেও যদি সক্ষম না হও তাহা হইলে শুইয়া শুইয়া পড়।

৩। তোমাদের মধ্যে যেন কেহ তাহার কাঁধের উপর কিছু না রাখিয়া, একবস্ত্র পরিধান করিয়া নামাজ না পড়ে।

৪। ঘোমটা ছাড়া কোন বয়স্কা নারীর নামাজ কবুল হয় না।

৫। কোন ব্যক্তি যদি জানিত যে, নামাজীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিলে কি গুনা হয় তাহা হইলে সে যাতায়াত করিত না।

৬। যখন কেহ নামাজ পড়ে তখন সে যেন তাহার সম্মুখে কিছু রাখে; কিছু না পাইলে যেন তাহার লাঠি রাখে, যদি লাঠি না থাকে, তাহা হইলে যেন অন্য কিছু রাখে। ইহার পর কেহ যদি সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে তাহা হইলে তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না।

৭। নামাজের সময় সারি সোজা করিয়া দাড়াইবে। সারির সম্মুখে বা পিছনে দাড়াইবে না।

৮। বুকের উপর হাত রাখিয়া মনোযোগের সহিত দাড়াইবে। নামাজ পড়া অবস্থায় অংগ সঞ্চালন করিবে না ও এদিক ওদিক তাকাইবে না।

৯। ঠিক সময়ে নামাজ পড়িবে।

১০। চক্ষু খোলা রাখিয়া নামাজ পড়িবে।

১১। যখন তোমাদের কেহ সেজদা দেয়, তখন সে যেন উটের ন্যায় না বসে ও জানুদ্বয় রাখার পূর্বে সে যেন হস্তদয় রাখে।

১২। ছেজদাতে সাম্য রক্ষা করিবে এবং কুকুরের লম্বা হইয়া শয়ন করার ন্যায় তোমার দুই বাহুকে (জায়নামাজে) বিছাইয়া দিও না।

১৩। যখন তোমরা ছেজদা দাও, তোমাদের দুই হাতের দুই কবজাকে স্থাপন কর এবং বাহুদ্বয় উঁচু রাখ।

১৪। অজু সম্পূর্ণ করিয়া কেবলামুখী হইয়া নামাজে দাড়াও। তারপর তকবীর পাঠ কর। তারপর কোরআনের যাহা তোমার নিকট সহজ, তাহা পাঠ কর। ইহার পর শান্তিতে রুকু দেও। তারপর সোজা হইয়া উঠ, তারপর সেজদা দাও এবং উত্তমরূপে সেজদা দাও। তারপর উঠিয়া বস, তারপর ছেজদা দাও এবং উত্তমরূপে ছেজদা দাও। তারপর উঠিয়া বস।

## শোক সংবাদ

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের প্রিয় ভ্রাতা মানিকগঞ্জ নিবাসী জনাব ওসমান গনি সাহেব এবং তারুয়া নিবাসী প্রিয় ভ্রাতা জনাব আবদুর রহিম সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহুত ৪৭তম জলসায় শত্রুদের হীন আক্রমণে আহত হইয়া হাসপাতালে যথাক্রমে ৪ ও ৫ই নভেম্বরে শাহাদত বরণ করেন। ইন্না - - -রাজেউন।

আমরা তাঁহাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং সকল ভ্রাতা ভগ্নীগণকে মাগফিরাত কামনা করিতে অনুরোধ করি।

## খোশ খবর

আমাদের শহীদ ভ্রাতা জনাব ওসমান গণি সাহেবের মামা জনাব নূরুল হক খান তাঁহার শাহাদতের সংবাদ পাইয়া শহীদের পিতা জনাব ওমরদ্দিন সরকার সাহেব ও তাঁহার ভগ্নিপতিকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় আগমণ করেন। এবং সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত ভাবে শ্রবণ করেন ও অনেকক্ষণ পর্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করেন। এবং ৬ই নভেম্বরে বয়েত-ফরম পূর্ণ করিয়া আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। আলহামদুলিল্লাহ।

# হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

**এস্তেগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) দ্বারা আত্মা এক শক্তি লাভ করে এবং চিত্তে অটলতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়।**

**যে ব্যক্তি শক্তি এবং দৃঢ়তা লাভ করিতে চাহে, তাহাকে এস্তেগ্‌ফার করা উচিত।**

و ان ستغفروا ربكم ثم توبوا اليه

স্মরণ রাখিও যে, দুইটি বস্তু এই উম্মতকে দান করা হইয়াছে। একটি শক্তি লাভের জন্য এবং অপরটি অর্জিত শক্তিকে কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইবার জন্য। শক্তি অর্জন করিবার জন্য প্রয়োজন এস্তেগফারের, যাহাকে অন্য কথায় সাহায্য প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাও বলা হয়। সুফীগণ লিখিয়াছেন যে, শারীরিক ব্যায়াম—যথা মুদ্গর উত্তোলন ও পরিচালনা করিলে যেমন শারীরিক বল ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, তেমনি আধ্যাত্মিক মুদ্গর 'এস্তেগফার'। ইহার দ্বারা আত্মা এক শক্তি লাভ করে। চিত্তে দৃঢ়তার সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি শক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহার এস্তেগফার করা উচিত। غفر ঢাকিয়া দেওয়া এবং চাপা দেওয়াকে বলে। এস্তেগফার দ্বারা মানুষ আল্লাহ্-তা'লা হইতে প্রতিরোধকারী প্রবৃত্তি ও ধারণা ঢাকিবার এবং চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং এস্তেগফারের ইহাই অর্থ যে, যেসব বিষাক্ত পদার্থ মানুষকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে চাহে, সেইগুলিকে দমন করা এবং খোদা-তা'লার আদেশ সমূহ পালনের পথে সমস্ত বাধা হইতে রক্ষা লাভ করিয়া ঐগুলি কার্যে রূপায়িত করা।

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্-তা'লা মানুষের মধ্যে দুই প্রকারের উপাদান রাখিয়াছেন। একটি হইল বিষাক্ত উপাদান, যাহার পরিচালক শয়তান এবং অপরটি প্রতিষেধক উপাদান। যখন মানুষ অহঙ্কার করে এবং নিজেকে একটা কিছু বলিয়া মনে করে এবং বিষ-নিবারক উৎস হইতে সাহায্য লাভ করে না, তখন বিষাক্ত শক্তি বলবৎ হয়। কিন্তু যখন মানুষ নিজেকে হীন ও নগন্য মনে করে এবং অন্তরে আল্লাহ্-তা'লার সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে, তখন আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে একটি উৎসের সৃষ্টি হয়, যদ্বারা তাহার আত্মা বিগলিত হইয়া প্রবাহিত হয়। ইহাই এস্তেগফারের অর্থ—অর্থাৎ, উক্ত শক্তিকে অর্জন করিয়া বিষাক্ত উপাদানের উপর জয়যুক্ত হওয়া।

(আল-হাকাম, ২৪শে জুলাই ১৯০৩ ইসাব্দ)

**অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

# জুমআর খুৎবা

## হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি ( আইঃ )

**নিজেকে সম্পুর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করাতেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রথমে তোমরা নিজেরা আল্লাহ্‌র আব্দ ( দাস ) হও তৎপরে সেই ওবুদিয়তের ( বন্দেগির ) মার্গের দিকে জগদ্বাসীকে আনিবার চেষ্টা কর।**

**একমাত্র এই পথেই পৃথিবীতে গোলামী হইতে সত্যকার মুক্তি লাভের উপায় হইতে পারে।**

সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর হুজুর ( আইঃ ) বলেন, মানুষের ক্রিয়া কলাপ ও তাহার অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, মানুষ এরূপ দশার ফেরে পরিবেষ্টিত যে, তজ্জন্য তাহার মতামতকে স্বাধীন বলা যাইতে পারে না। পরন্তু সত্যকার প্রচেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে।

সুফীগণ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক বস্তুর এক নির্দ্দিষ্ট গতি-চক্র রহিয়াছে।" ইহার অর্থ এই যে, বস্তুটি যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছে ঘুরিয়া আবার সেখানেই ফিরিয়া আসে। চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের উন্নতির বেলায়ও ঐরূপ চক্র রহিয়াছে। রসুল করীম ( সঃ ) বলিয়াছেন, يولد على فطرة অর্থাৎ "শিশু নির্মল স্বভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে।" ইহার দ্বারা তিনি জানাইয়াছেন যে, মানুষকে চিত্ত-স্বাধীনতা দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফাৎরাৎ ( নির্মল স্বভাব ) ও ইসলাম শব্দের অর্থ ইহাই যে, মানুষ খোদার পূর্ণ আনুগত্য এবং নির্দ্দোষ বাসনা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন পরে তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান বা মজ্‌জুসী করে। ইহার অর্থ এই যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। জন্মের সময় সে স্বাধীন স্বভাব লইয়া আসে, পরে চতুর্দিগবর্তী মানুষের চিন্তাধারা, ক্রিয়াকলাপ

এবং বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে আপন রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া লয়। এমন কি যৌবনে পদার্পন করার পর যখন তাহার বিচারবুদ্ধির উন্মেষ এবং মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা লাভ হয়, তখন হাজার রকমের বাঁধনে জড়াইয়া সে বন্দী হইয়া পড়ে।

ছয় মাস, চার বছর, দশ বছর পর্যন্ত সে স্বাধীন থাকে না। পরন্তু ইহাই বলা উচিত যে, তখন পর্যন্ত তাহার মতি স্থির হয় নাই। বস্তুতঃ যৌবনের সহিত তাহার বিচারবুদ্ধির উন্মেষ হয়। যখন সেই সময় আসে, এবং সেই বয়সে পৌঁছে, তখন সে গোলামীতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইয়া পৌঁছিয়া থাকে। মুখে সে স্বাধীন মত রাখার দাবী করিলেও, তাহার অবস্থাদৃষ্টে বলিতে হয় যে, তাহার কোন স্বাধীন মত নাই। শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ স্বাধীন মত রাখার দাবী করিয়া থাকে এবং বলে তাহারা মুক্ত-চিত্ত। কিন্তু সত্য কথা এই যে, স্বাধীন মতের কথা স্বাধীন শব্দের এক পদ অগ্রে অগ্রসর হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন এক ব্যক্তি জেলখানায় বন্দী আছে। যখন তাহাকে বলা হয়, "তুমি জেলখানা হইতে বাহিরে চলিয়া আইস" তখন সে জবাব দেয়, 'আমি জেলখানা হইতে বাহির হইব না, যেহেতু আমি স্বাধীন মত রাখি এবং সেই মত অনুসারে আমি স্থির করিয়াছি যে, আমি জেলখানা হইতে বাহির হইব না'।" কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাকে মতের স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করিবে? ইহা নির্জলা গোলামী। এই ভাবে যে ব্যক্তি সত্য হইতে দূরে, সে চিন্তার স্বাধীনতার দোহাই দিয়া সত্য হইতে দূরে চলিয়া যায়।

তখনই ইহাকে মতের স্বাধীনতা বলা যাইবে যখন গোলামীর শৃঙ্খল না থাকিবে। বাল্য-কাল হইতে অপরের মতামত শোনার ফলে এবং উহার প্রভাবে মানুষের মনে বহু শৃঙ্খলের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন দৃশ্যের বহু বাঁধনে তাহার মন বাঁধা পড়ে এবং বহু কথা শোনার ফলে কর্ণের মাধ্যমে তাহার বিচারবুদ্ধির উপর প্রভাব পড়ে এবং এই সকল প্রভাব তখন হইতে সৃষ্টি হয় যখন তাহার বুদ্ধি বিবেচনা জাগ্রত হয় নাই। অথচ যখন কাহাকেও বলা হয়, "তুমি এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখ," তখন সে উত্তর দেয়, "আমি স্বাধীনচেতা মানুষ, আমি অপরের মতের ধার ধারি না এবং অপরের মতের গোলামী করি না।" পরন্তু সে হাজার হাজার শৃঙ্খলে বন্দী। সে মনোযোগ দিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিত যে, প্রকৃতপক্ষে তাহার মত পারিপার্শ্বিকতা ও প্রভাবের ফল এবং তাহাকে মন খালি করিয়া চিন্তা করিতে হইবে। এরূপ করিলে সে গোলামীর শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলিয়া স্বাধীনতার দিকে ধাবমান হইত এবং বলিত যে, তাহার প্রকাশিত মত ও বিশ্বাস ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত অথবা উহা তাহার সঙ্গীগণের সাহচর্যের ফল বলিয়া মানা উচিত নহে, তাহা হইলে সে ইসলামী স্বভাবের দিকে ফিরিয়া আসিত। ইহাই সেই চক্র যাহার সম্বন্ধে সুফীগণ ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই চক্র আধ্যাত্মিক

উন্নতির বেলায়ও প্রযোয্য। এই চক্রাবর্ত্তের পর মানুষ উন্নতির মার্গে পা দেয়। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, আমরা যেন মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখি যে, আমরা সেই দাসত্বের বন্ধনে ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ কি না, যাহা চারি পার্শ্বের মানুষের ভাবধারার ফল, এবং যদি এইরূপই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা এই কয়েদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করিব?

বাহ্যত ইহা এক কঠিন প্রশ্ন এবং ইহা এক এমন প্রশ্ন যাহার উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার সমাধান খুঁজিয়া না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি নাই। আমি সত্যসত্যই বলিতেছি যে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না শুদ্ধ বিশ্বাসে একত্রিত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই শৃঙ্খল দূর হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই বেড়ি ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না।

এইরূপ কোন জন্ম দৃষ্টি গোচর হয় না যে, পারিপার্শ্বিকতার আবহাওয়া হইতে মুক্ত থাকিয়া মানুষ আঠারো উনিশ কিম্বা বিশ বৎসর বয়সের হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, যখন তাহার বুদ্ধি বা বিবেচনা বাড়িতে থাকে এবং চিন্তাশক্তি ও বিচার বুদ্ধি তাহার মধ্যে কার্যকরী হইয়া উঠে। কারণ মানুষ জন্ম গ্রহণ করে স্বাধীন স্বভাব লইয়া; কিন্তু সে বিচার-শক্তি পরিচালনা করিবার সময় আসিবার পূর্বেই গোলাম হইয়া বসিয়া থাকে।

বাহ্যত এরূপও ঘটিয়া থাকে যে, সে এমন ঘরে জন্ম গ্রহণ করে যেখানকার লোক সৎ ও সাধু এবং তাহাদের ভাবধারার প্রভাব ও তাহাদের ক্রিয়া-কলাপের ছাপ তাহার মধ্যে কাজ করিতে থাকে। এই প্রভাবের ফলে সে সৎ হইতে পারে; কিন্তু আমি তবুও তাহাকে স্বাধীন বলিতে পারি না, কারণ ইহা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে ঘটিয়াছে। হইতে পারে যে, এক ব্যক্তি গোলাম হইয়াও উচ্চ বিচার-বুদ্ধি রাখে; কিন্তু ইহা মাত্র এতটুকু পর্যন্তই। সে গোলামীর বন্ধন হইতে মুক্ত নহে এবং তাহার স্বাধীনতা লাভ হয় নাই। কেবল তখনই স্বাধীন বিচার আসা সম্ভব যখন মানুষ নিজে গবেষণা করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। আমরা দেখি এ বিষয়ে ইসলামী শরিয়তে এক সুত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, চিন্তায় স্বাধীনতা কি ভাবে সম্ভব। ইহার রহস্য সুরা ফাতেহায় বর্ণিত হইয়াছে। যদি চিন্তা করা যায়, দুনিয়াতে সকল রকম গোলামীর উদ্ভব কি ভাবে হইয়াছে তাহা হইলে উহার মাত্র একটি কারণ দেখা যাইবে। মানুষ স্বার্থের দাস হইয়া থাকে এবং সে নিজের মতলব অনুযায়ী অপর লোককে গড়িয়া তোলে। এই ব্যাপারে সে এমন প্রচেষ্টা চালায় যে, সকলে তাহার বাধ্য হইয়া চলায় অথবা এই চলার কারণে গোলামীর নির্বচন সৃষ্টি হয়।

সুতরাং স্বাধীনতা ও মুক্তির যদি কোন

উপায় থাকিয়া থাকে তবে উহা একটি মাত্র। পৃথিবীতে বা কমপক্ষে খোদা-ভক্ত মানুষের হৃদয়ে এই কথা উঠান হউক যে, যতক্ষণ পর্যন্ত গবেষণার সুযোগ না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের চিন্তাকে কেহ যেন নিজের মনে না করে। যেহেতু খোদা-তা'লা আমাদের নিকট হইতে কোন উপকার পাইতে চাহেন না, সুতরাং প্রত্যেকে যেন নিজের বিষয়কে খোদার নিকট সোপর্দ করে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁহার মুখাপেক্ষী এবং কাহারও গোলামীর তাঁহার প্রয়োজনীয়তা নাই। এই জন্য সুরে ফাতেহায় আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন ঃ

الحمد لله رب العالمين - الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين -

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রভুর, যিনি রহমান, রহিম এবং বিচার দিবসের মালিক।" সুতরাং মানুষ যখন নিজের ভাবনা খোদার কাছে সোপর্দ করিয়া গবেষণার এক দরজা খুলিয়া লয়, তখন তাহার গোলামীর শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে এবং তখন তাহার মধ্যে ওবুদিয়তের ভাব জন্মিতে থাকে এবং তখন সে সত্যকার আবদুল্লাহ্ হয়। যদিও আবদুল্লাহ্র অর্থ আল্লাহ্র গোলাম; কিন্তু এই গোলামীর মূলতত্ত্ব মানুষের গোলামী হইতে পৃথক। কারণ মানুষ স্বীয় স্বার্থের জন্য অপরকে গোলাম করে; কিন্তু আল্লাহ্-তা'লার গোলামী তাহাকে সকল প্রকার গোলামী হইতে সত্যকার মুক্তি দিয়া থাকে। ইহাকে ওবুদিয়ত বলা হয়। পরন্তু যদি বেশী চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃতপক্ষে যদিও শিষ্টাচার এরূপ অনুমতি দেয় না, কিন্তু ভাবার্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য বলিতে হয় যে, খেদমত খোদাই করে এবং সেই খেদমত বাধ্যবাধকতার নহে, পরন্তু প্রেম এবং আশিসের, যেমন মা করিয়া থাকে। উহা শিশুর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ হইয়া থাকে। খোদা মাকেও এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেন যে, সে যেন স্নেহপরবশ হইয়া ছেলের সেবা করে। অনুরূপভাবে তাঁহার সেবাও রবুবিয়ত, প্রেম ও দয়ার নিদর্শন। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমস্ত মঙ্গলের জিম্মা তিনি নিজের উপর লইয়াছেন, এবং তাঁহার দয়া ও আশিস ব্যতিরেকে আমরা বাঁচিতে পারি না।

সুতরাং আবদুল্লাহ্ শব্দ দ্বারা পূর্ণ মুক্তি ও স্বাধীনতা বুঝায় এবং الحمد لله رب العالمين - الرحمن - الرحيم - مالك يوم الدين - ইহার দিকে ইঙ্গিত করে। এখন ইহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, পূর্ণ মুক্তি আল্লাহ্র রবুবিয়তের মধ্যে রহিয়াছে। সুতরাং এই তত্ত্ব কথা যদি সমস্ত জগৎকে শিখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীতে সত্যকার স্বাধীনতা সৃষ্টি হইবে। আমি মনে করি, যে সমস্ত ধর্মে, খোদার অস্তিত্বের স্বীকৃতি আছে, সেগুলি এ সম্বন্ধে সকলে একমত যে, সকল বিষয়ের মীমাংসা প্রত্যেক মানুষের খোদার নিকট হইতে জানিয়া লওয়া উচিৎ। তোমরা স্বয়ং খোদার দাস হও, তাহার পর এই

ওবুদিয়তের দিকে জগদ্বাসীকে আনয়ন কর। তাহা হইলে কেবল তোমরাই স্বাধীনতা পাইবে না, পরন্তু তোমরা সমস্ত জগদ্বাসীকে স্বাধীনতার দিকে আনিয়াছ বলিয়া গণ্য হইবে।

পণ্ডিত হইতে বড় পণ্ডিত এবং দার্শনিক হইতে বড় দার্শনিক এই কথা বলিতে পারিবে না, "অমুক চিন্তার জন্ম আমি দিয়াছি।" গবেষণা করিলে দেখা যাইবে যে, দাবীকৃত চিন্তা পারিপার্শ্বিকতার ফল। মানুষের খুব অল্প চিন্তা খোদার নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। খোদা-তা'লার নিকট হইতে হেদায়েত পাইবার জন্য এবং সত্যকার জ্ঞান অর্জনের জন্য সুরা ফাতেহায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে:

اهدنا الصراط المستقيم

"আমাদিগকে সরল ও সহজ পথে চালাও।" খোদা-তা'লা সমস্ত মানুষকে সত্যকার স্বাধীনতা দিবার উদ্দেশ্যে কোরআন মজিদে এই শিক্ষা দিয়াছেন:

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ـ

অর্থাৎ, "এবং যাহারা আমাদিগকে পাইবার জন্য চেষ্টা করে নিশ্চয়ই আমরা তাহাদিগকে আমাদিগের পথ সমূহ প্রদর্শন করি।"

( সুরা আনকুবত শেষ রুকু )

সুতরাং স্মরণ রাখিও যে, পূর্ণ স্বাধীনতা এই পথেই সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, মানুষ পূর্ণ ভাবে নিজেকে খোদার নিকট সোপর্দ করিয়া দেয় এই বলিয়া যে, "হে আল্লাহ্! আমি জানি না, কোন চিন্তা কে আনিয়াছে। মাদ্রাসাওয়ালাগণ কিংবা মহল্লাওয়ালাগণ, কিংবা অপর কেহ। এই জন্য—

اهدنا الصراط المستقيم

"তুমি স্বয়ং স্বাধীনতার পথ দেখাও, এমন পথ যাহা গবেষণার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কারণ তুমি জান কোন চিন্তা আমার জন্মের পর মানুষ আমার কানে দিয়াছে, কিংবা দেশের আবহাওয়া, কিংবা মা-বাপ, বন্ধুবান্ধব দিয়াছে, অথবা উহা অপরাপর অবস্থার ফল। এই গুলির মধ্যে আমি কোন পার্থক্য করিতে পারি না। অতএব তুমি স্বয়ং সত্য ও মূল তত্ত্বের পথ দেখাও।" প্রকৃত স্বাধীনতার একটী মাত্র উপায় রহিয়াছে। উহা এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে নত হইয়া যাওয়া। কোরআন ইহাই শিক্ষা দেয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান এই শিক্ষাই দেয় যে, খোদা আছে এবং নিশ্চয়ই আছে। এই পথেই স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে। নচেৎ যুক্তি ও মতের স্বাধীনতা সেই কয়েদী অপেক্ষা বেশী নহে, যে জেলখানা হইতে বাহির না হইবার নাম স্বাধীনতা রাখিয়াছে। ইহা এমন এক পন্থা যাহার সফলতা নিশ্চিত। যেমন কোরআন মজীদে লিখা রহিয়াছে:

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ـ

সত্যকার স্বাধীনতার ইহাই একমাত্র পথ যে, খোদার নিকট প্রার্থনা কর। তাঁহার নিকট এ অহঙ্কার লইয়া যাইও না যে, "আমার

মত স্বাধীন।" আমি প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, মতের স্বাধীনতার দাবী কাল্পনিক। এই প্রকার মত গোলামীর মত। বরং আমি বলিব যে, গোলামী হইতে আরও খারাপ। কারণ গোলাম নিজেকে গোলাম বলিয়া জানে। কিন্তু এই ব্যক্তি জানে না যে, সে গোলাম এবং গোলাম হইয়াও সে নিজকে স্বাধীন বলিয়া মনে করে। আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগকে এই তত্ব বুঝিবার সামর্থ দিন এবং তিনি আমাদিগকে প্রকৃত স্বাধীনতা দান করুণ, যাহার ব্যাখ্যা আমি আবদুল্লাহ্ শব্দ দ্বারা করিয়াছি। এইভাবে তিনি আমাদিগকে সেই উচ্চাসনে উন্নীত করুন যাহাকে ওবুদিয়ত বলা হইয়াছে। সেই আসনের উপর সর্ব প্রকার আশিস ও কল্যাণ বর্ষিত হয় এবং তদ্বারা স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভ হয়। আমীন।

# পরকাল

## মৌলবী মোহাম্মাদ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

### ধর্ম-পালন দ্বারা পরকালের জ্ঞান লাভ হয়।

আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে এমন এক দূর্ভেদ্য পরদা দেওয়া আছে যে, কল্পনার তুলি দিয়াও পরলোকের ছবি আঁকা কাহারও জন্য সম্ভবপর নহে। উভয়লোকের মালিক না জানাইলে পরলোকের কথা আমাদিগের জানিবার উপায় নাই। বিশ্বপতি আল্লাহ্-তা'লা, যিনি দুই জাহানের মালিক এবং যাঁহার দৃষ্টিতে উভয়লোক দর্পনের ন্যায় উজ্জল ও প্রসারিত এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এক মহা বর্ত্তমান আকারে যাঁহার সমক্ষে চিরবিরাজিত, একমাত্র তিনিই আমাদিগকে পরকাল সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান দান করিতে পারেন। যেহেতু পরজীবনের অস্তিত্বের নিশ্চয়তার উপর ইহ জীবনের কর্ম-ধারার গতি নিরূপন নির্ভর করিতেছে, সেইজন্য বিশ্ব-প্রভু আপন অযাচিত করুণায় দাসগণকে এ বিষয়ে যুগে যুগে জানাইয়া আসিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা পবিত্র কোরআন পাঠে দেখিতে পাই আল্লাহ্-তা'লা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে বিশ্বাসে সুদৃঢ় করিবার জন্য একদা তাঁহাকে

পরকাল ও ইহকালের রাজ্যসমূহ দেখাইয়াছিলেন। যথা ঃ—

وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموت والارض وليكون من الموقنين ٠

আর্থাৎ "এবং এইভাবে আমরা ইব্রাহিমকে দেখাইয়াছিলাম আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর রাজ্য (যেন তিনি প্রকৃত হেদায়েতের পথে চলেন) এবং তিনি যেন ঐ সমস্ত (প্রেরিত) পুরুষগণের মধ্যে হন যাঁহারা (পরকাল ও ইহকাল বিষয়ে) বিশ্বাসে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ।" (সুরা আন-আম ৯ম রুকু, )। সুতরাং পবিত্র কোরআনের এই আয়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী, রসুলগণ তাঁহার দাস, যাঁহাদিগের নিকট তিনি পরকালের সুস্পষ্ট সংবাদ দেন। তাঁহারা মানবজাতিকে ইহ-জগতে সুসংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরলোকে অমর জীবনের জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা জানাইতে ও শিক্ষা দিতে আসেন। তাঁহাদিগের দেওয়া ব্যবস্থার নাম ধর্ম। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে সেই ব্যবস্থা পালন করিয়া স্বয়ং পরকাল সম্বন্ধে কর্ম ও যোগ্যতানুযায়ী জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

## কোন ধর্ম পালন করিব?

আজ জগতে বহু ধর্ম রহিয়াছে। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, বিভিন্ন জাতির পরকাল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার কোনটি সরল সমালোচনায় টিকিল না, আমাদিগের যুক্তি ও বিবেককে সন্তুষ্ট করিল না, পরকাল সম্বন্ধে আমাদিগকে নিশ্চয়তা দিতে পারিল না এবং আমাদিগের মন কোনটিকে গ্রহণ করিল না। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ধর্মের নামে প্রচলিত ধারণাগুলি মানুষকে পরকালে বিশ্বাস দেওয়ার পরিবর্তে তাহাদিগকে অবিশ্বাসীর কোঠায় আনিয়া ঠাসিয়া দিয়াছে. অথচ পরকালের সন্ধান ধর্ম ছাড়া আর কোথাও মিলিবে না। কিন্তু পরলোকের সন্ধানে ধর্মের দুয়ারে আসিয়া আমরা বড়ই বিপাকে পড়িলাম। বহু ধর্মের অনুগামীদিগের বহু কল্পনার চক্রে মানুষ আজ দিশাহারা। তবে আমরা এখন যাই কোথায়?

## ধর্ম কি বহু?

আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, জগত ক্রম-বিকাশের নিয়মে সৃষ্ট হইয়াছে এবং মানুষের সৃষ্টিও সেই নিয়মের অধীন। ক্রম-বিকাশশীল জগতে ক্রম-বিকাশমান মানবের জন্য তাহার পালনীয় ধর্মেরও ক্রম-বিকাশ হইয়াছে। আল্লাহ্-তা'লা হযরত আদম (আঃ)-এর কাল হইতে আরম্ভ করিয়া নবীগণের মারফৎ ধর্মের শিক্ষাকে ক্রম-সম্প্রসারণ করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম নামে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি প্রকৃতপক্ষে পৃথক পৃথক ধর্ম নহে; পরন্তু এক অল্লাহ্-তা'লার নিকট হইতে একটি ধর্মেরই ক্রম-বিকাশের ধারায় বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। এক দিনের শিশু যেমন বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া কাল ক্রমে পূর্ণ যুবকে পরিণত হয়, তেমনি হযরত আদম (আঃ)-এর যুগে

ধর্ম মানব জাতির নিকট শিশু আকারে নামিয়া, হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর নিকটে পূর্ণ যৌবন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম দিনের শিশু যেমন পরিবর্দ্ধনের বিভিন্ন অবস্থা পার হইয়া আজিকার যুবক, তেমনি হযরত আদম ( আঃ )-এর নিকট প্রকাশিত শিশু ধর্ম বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নবীর মারফৎ শশীকলার ন্যায় বাড়িতে বাড়িতে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ -এর নিকট আসিয়া প্রাপ্ত-যৌবন পূর্ণ ধর্মের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইসলাম পূর্ববর্ত্তি বিভিন্ন ধর্মগুলি একই চন্দ্রের বিভিন্ন তিথির বিভিন্ন কলার ন্যায় একই ধর্মের বিভিন্ন সময়ের অপরিণত আকার মাত্র। শিশু বা বালকের মধ্যে যেমন কাজের দায়িত্ব ভার গ্রহণযোগ্য যুবকের জ্ঞান পাওয়া যায় না, সেইরূপ ধর্মের অপরিণত ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে পূর্ণ অবস্থার দায়িত্ব পালনের নির্দ্দেশ ও আলো পাওয়া দুরাশা। যুবকের দেহে যেমন শিশু বা বালকের পোষাক লাগে না, ঠিক তদ্রুপ ধর্মের অপরিণত অবস্থার কোন পোষাক দিয়া যৌবন প্রাপ্ত প্রগতিশীল মানবের কোন ভূষণের কাজ চলিতে পারে না। তাই আমরা দেখি ইসলাম পূর্ববর্ত্তি ধর্মগুলি আমাদিগকে পরকাল সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য কোন জ্ঞান দিতে অক্ষম। ইহা সত্বেও রক্ষণশীল মানসিকতার ভ্রান্ত মোহে মানব জাতি ধর্মের বিভিন্ন অপরিণত অবস্থাকে পূর্ণ ও পৃথক পৃথক ধর্মরূপে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। শৈশব বা বাল্যকালের পোষাক স্মৃতি হিসাবে প্রিয় হইতে পারে এবং উহা প্রদর্শনীর জন্য যাদুঘরে রক্ষা করা যাইতে পারে; কিন্তু দৈনিক ব্যবহারের জন্য উহা যুবকের কোন কাজে আসিবে না। শিশু যেমন ক্রম-বিকাশের ধারায় যৌবন লাভ করে এবং যৌবনের কল্যাণে জাগ্রত ও প্রস্ফুটিত তাহার বৃত্তি নিচয়ের বুনিয়াদের উপর দাঁড়াইয়া যেমন আমরণ চলে তাহার প্রগতি তেমনি হযরত আদম (আঃ )-এর নিকটে আসা শিশু ধর্ম ক্রম-বিকাশের ধারায় হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর যুগে পূর্ণতা লাভ করিবার পর এখন পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত উহার শিক্ষার উপর চলিতে থাকিবে প্রগতির ধারা। ব্যক্তি জীবনে যেমন দৈহিক ক্রম-বিকাশের ধারা যৌবনে আসিয়া শেষ হইয়া, তাহার প্রগতির ধারা আরম্ভ হয়, তদ্রুপ ক্রম-বিকাশের ধারায় ধর্ম, ইসলামে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পর মানব জাতি উহার বুনিয়াদের উপর দাঁড়াইয়া জগতের শেষ দিন পর্যন্ত প্রগতিশীল থাকিবে।

## ধর্ম একটি এবং উহা ইসলাম

উপরের আলোচনার সার মর্ম এই যে, ধর্ম মাত্র একটি এবং ইসলাম উহার পরিণত আকার। যথা, আল্লাহ্-তা'লা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন ঃ

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

অর্থাৎ, "অদ্য ধর্মকে তোমাদিগের জন্য পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদিগের জন্য আমার

অনুগ্রহ কে পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদিগের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে পছন্দ করিলাম।"

(সুরা মায়েদা ১ম রুকু)

এই পূর্ণ অনুগ্রহ ব্যবস্থাপত্রের সাহায্যেই এখন মানব অশেষ উন্নতি করিতে পারিবে।

## গ্রহণযোগ্য ধর্মের বৈশিষ্ট মনে নিশ্চয়তা দান

পক্ষপাতশূন্য হইয়া ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ধর্মনামে পরিচিত যে ব্যবস্থা পরকাল সম্বন্ধে কোন আলোক সম্পাত করিতে পারে না, উহা প্রাণহীন দেহের ন্যায় এবং যে ধর্ম মানবকে পরকাল সম্বন্ধে যে পরিমান কম ও অসম্পূর্ণ সংবাদ দিবে উহাতে পরকালের জন্য ইহকালে প্রস্তুতির ব্যবস্থাও সেই অনুপাতে স্বাভাবিকভাবে কম ও অসম্পূর্ণ হইবে। ইহাতে মানবের মনে পরকাল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহ জাগ্রত করিয়া তাহার কর্মহাণী ঘটাইতে বাধ্য। পক্ষান্তরে পরকালের জন্য ইহা প্রস্তুতি করিয়া দিতে না পারায়, মানবের চির পরকালকে নষ্ট করিয়া তাহাকে পরলোকে সীমাহীন বিপদে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া দিবে। সুতরাং যুক্তি-সঙ্গতভাবে মুক্ত মন লইয়া বিচার করিলে মানবের অনন্ত জীবনের কল্যাণের জন্য কখনও পরকাল সম্বন্ধে নির্বাক বা অসম্পূর্ণবাক ধর্ম গ্রহণ ও অনুসরণ যোগ্য হইতে পারে না। শিশুর পোষাক যুবকের জন্য যেরূপ অনুপযোগী ও পরিত্যাজ্য, ঐ সকল ধর্মও সেইরূপ আজ প্রগতিশীল মানব জাতির পরকালের প্রস্তুতির জন্য অনুপযোগী ও পরিত্যাজ্য। ইহার পরও যাহারা ভ্রান্ত মোহে ধর্মের গতায়ু অবস্থাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহে, তাহারা বড়ই ভুলের মধ্যে রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন ঃ

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ، وهو في الاخرة من الخسرين

অর্থাৎ "যে কেহ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাহিবে, উহা তাহার নিকট হইতে গৃহীত হইবে না, এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তগণের মধ্যে হইবে।" (সুরা এমরান-৯ম রুকু)।

পক্ষান্তরে যে ধর্ম আমাদিগকে পরকাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অবস্থা জানাইতে সক্ষম, উহা আমাদিগের মনে পরকাল সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিয়া পথ প্রদর্শন করিতে ও কর্মে অনুপ্রাণিত করিতে সক্ষম হইবে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত করিয়া অমর জীবন জগতে উহা আমাদিগকে চির শান্তি ও সুখের অধিকারী করিবে। বস্তুতঃ যে ধর্মের আধ্যাত্মিক দূরবীণ দিয়া পরকালের পথ সুস্পষ্টাকারে দেখা যায় এবং উহার জন্য প্রস্তুতির পূর্ণ ব্যবস্থা দেয় এবং ইহলোকেই পরলোকের জ্ঞান দিয়া মনে নিশ্চয়তা এবং কর্মে প্রেরণা আনিয়া দেয়, সেই ধর্মই এক মাত্র গ্রহণযোগ্য। সেই ধর্মই হইল ইসলাম।

ইহা মানুষের মনে কল্পিত নিশ্চয়তা দেয় না, পরন্তু ইহা বিশ্বাসের সুনিশ্চিত ভিত্তিতে

মানুষকে কায়েম করিয়া দেয়। আল্লাহ্-তা'লা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন ঃ

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون

অর্থাৎ, "যাহারা বলে আল্লাহ্ আমাদিগের প্রভু এবং (উহাতে) দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে, তাহাদিগের উপর ফেরেস্তাগণ অবতীর্ণ হয় (সংবাদ লইয়া), "তোমরা ভীত হইও না এবং দুঃখিত হইও না এবং শুভসংবাদ গ্রহণ কর সেই জান্নাতের যাহার প্রতিজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তোমাদিগকে।" (সুরা হামিম সিজদা —৪র্থ রুকু)। ইসলাম মানুষকে সকল বিষয়ে নিশ্চয়তার ভিত্তিতে খাড়া করিয়া দেয়। পরকাল সম্বন্ধেও ইহা মানব মনকে নিশ্চয়তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়।

জগতে একমাত্র ইসলাম মরণের পর জীবনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং উহার জন্য প্রস্তুতির পূর্ণ ব্যবস্থা দিয়াছে। পবিত্র কোরআনে, আল্লাহ্-তা'লা পরকালের জীবনের প্রতি, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহলোকে থাকিয়া পরলোক সম্বন্ধে যতখানি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, ইসলাম ধর্ম যুক্তি ও বিবেক সম্মত ভাবে দৃষ্টান্ত ও নিদর্শন সহকারে ততখানি সে বিষয়ে আলোক সম্পাত করিয়া আমাদিগের মনে নিশ্চয়তা আনিয়া দেয়।

## পরকাল বুঝিতে আধ্যাত্মিক পরিভাষা জানিতে হইবে।

পরিত্র কোরআন ও হাদিসে পরকালের অবস্থা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বর্ণনা দেওয়া আছে। কিন্তু অজানা বিষয়ে শিক্ষা, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে যেমন কেহ উহার সম্বন্ধে কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া বুঝিতে সক্ষম হয় না এবং শিক্ষকে বুঝাইয়া না দিলে কেহ বুঝিতে পারে না এবং নিজে না বুঝিলে কেহ উহা অপরকে বুঝাইতে পারে না, সেইরূপ অজানা লোকের অবস্থা যে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছে তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ সকল আয়াত ও হাদিসের তাৎপর্য ও জ্ঞান উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। প্রত্যেক ভাষার জন্য পৃথক বর্ণমালা আছে এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক পরিভাষা ও সুত্র আছে। কেবল বর্ণমালা ও শব্দ শিখিয়া কেহ ভাষাজ্ঞ হয় না এবং শুধু ভাষা শিখিয়া কেহ কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয় না। ভাষাজ্ঞ হইতে হইলে ভাষার সকল কায়দা কানুন ও অর্থ জানিতে হয় এবং কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হইতে হইলে সেই শাস্ত্রের পরিভাষা ও সুত্রাদি শিক্ষা করিতে হয়। সেইরূপ শুধু আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়া কেহ যদি মনে করে যে, সে কোরআন এবং হাদিস বর্ণিত বিষয় সকল, বিশেষ করিয়া পরকাল বিষয়ে, বুঝিবার অধিকারী হইয়া

গিয়াছে, তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা বড় মূর্খ জগতে আর কেহ নাই। মাত্র একটি শাস্ত্র শিক্ষা করিতে কত নিয়ম কানুন ও পরিভাষা জানিতে হয়। অথচ আল্লাহ্-তা'লার কালাম পবিত্র কোরআন, যাহার শিক্ষার অঞ্চল উভয়লোকে প্রসারিত এবং মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রকে ছাইয়া রহিয়াছে, উহা শুধু আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়া সব জানিয়াছে বলিয়া যে মনে করে, সে কৃপার পাত্র। পরকাল সম্বন্ধে জানিতে হইলে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত আধ্যাত্মিক পরিভাষা ও উহার সূত্রাদি জানিতে হইবে। কিন্তু গুরু ব্যতিরেকে যেমন কোন শাস্ত্র শিক্ষা করা যায় না, সেইরূপ এ জন্যও গুরুর বিশেষ প্রয়োজন।

## পরকাল শাস্ত্রের পরিভাষা আল্লাহ্ তা'লা ও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকটে রহিয়াছে।

পবিত্র কোরআনে নিহিত অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের উৎস আল্লাহ্-তা'লা এবং সে জ্ঞান অবতীর্ণ হইয়াছিল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর। আধ্যাত্মিক জগতের মহান সম্রাট তিনি। তাঁহারই আগমনের কল্যাণে জগতে সকল জ্ঞানের দ্বার খুলিয়াছে। কিন্তু পরকালের জ্ঞান সকল জ্ঞানের বড়। এ জ্ঞানের মহাগুরু একমাত্র তিনি। তাঁহার দ্বারে বসিয়াই এ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। কিন্তু মুসলমানগণের প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্যে পরকাল সম্বন্ধে কোন গ্রহণযোগ্য জ্ঞান পাওয়া যায় না। পুরাতনপন্থীগণের মধ্যে এ বিষয়ে কাহারও নিকট কোন নির্ভর যোগ্য সংবাদ নাই। যেহেতু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এ বিষয়ের একমাত্র গুরু, সুতরাং এ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে তাহার কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু তিনি আজ নাই। তাহা হইলে এখন উপায় কি? এখন একমাত্র পন্থা, পরকাল যাঁহার রাজ্য, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া এবং তাঁহার ভালবাসা লাভ করিয়া উহা জানা। কিন্তু কি ভাবে তাহার উপায় হইবে। আসুন পাঠক! পবিত্র কোরআনে আমরা ইহার সন্ধান লই। আল্লাহ্-তা'লা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন ঃ

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ।

অর্থাৎ "বল (হে মোহাম্মাদ) ঃ যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাইতে চাহ, তাহা হইলে আমার (মোহাম্মাদের) অনুগামী হও, (ফলে) আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।"

(সুরা এমরান—৪র্থ রুকু)

সুতরাং আজও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুগমন দ্বারা আল্লাহ্-তালার ভালবাসা লাভ করিয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারি। মুসলমান জাতি কালের গতিতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শিক্ষা হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ায় আজ পবিত্র কোরআন ও হাদিসের প্রাণবস্তু হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। পরকাল সম্বন্ধে তাই তাহাদিগের মধ্যে সঠিক সংবাদ দিবার কেহ নাই। এ সম্বন্ধে তাহাদিগের

বর্তমান ধারণার আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু মুসলমান জাতি নিস্তেজ হইয়া পড়িলেও হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর আধ্যাত্মিক শক্তি বিন্দু-মাত্র নিস্তেজ হয় নাই। তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি আজও অমিত তেজ সম্পন্ন, তাঁহার জ্যোতি মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় ভাস্বর এবং তাঁহার শিক্ষা আজও মানুষকে সীমাহীন উন্নতির পথে চালিত করিতে সক্ষম।

## হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর পূর্ণ অনুগমনে হারান পরম তত্বজ্ঞান পুনঃরুদ্ধার

উপরে বর্ণিত পবিত্র কোরআনের আয়েত মূলে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পরে এ ঘোর অন্ধকার যুগেও কেবল হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ অনুগমনের কল্যাণে হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ ( আঃ ) তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক শিষ্যত্বের সম্বন্ধ লাভ করিতে ও আল্লাহ্-তা'লার ভালবাসা অর্জন করিয়া মুসলমান জাতির দ্বারা হারান পরম তত্বজ্ঞান উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য জীবিত গুরু তাঁহার কেহ ছিল না, আদর্শের জন্য জীবিত পুণ্যাত্মা তাহার সম্মুখে কেহ ছিল না, কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর আধ্যাত্মিক চিরঞ্জীব অলক্ষ্য রজ্জুকে তিনি অনুগমনের গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়া স্বীয় আত্মাকে সেই মহাগুরুর অনির্ব্বান সমুজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া আপন হৃদয় দর্পনে পরলোকের মোহন দৃশ্য দেখিয়া লইয়াছিলেন। আমরা আওয়েস কারণী ( রাঃ )-এর কথা শুনিয়াছি। তিনি হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর যুগেই চর্ম চক্ষু দিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া দিব্য দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিয়া আধাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ -এর আধ্যাত্মিক শক্তির এক জলন্ত প্রমান ছিল। কিন্তু হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ ( আঃ ) স্থান ও সময়ের দিক দিয়া হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) হইতে বহু দূরে থাকিয়াও এক মহা অন্ধকারময় যুগে কেবল তাঁহার পূর্ণ অনুগমনের ফলে মহাতত্বজ্ঞান ও মহান মর্যাদা লাভের অধিকারী হইয়া তাঁহার অমর আধ্যাত্মিক শক্তির মহা সাক্ষ্য দিয়াছেন। আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন ঃ

كل بركة من محمد صلى الله عليه وسلم فتبارك من علم وتعلم

অর্থাৎ "প্রত্যেক বরকত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে অসাল্লামের মাধ্যমে আসিয়াছে। অতএব বহু বরকতওয়ালা যিনি শিক্ষা দিয়াছেন ( অর্থাৎ, গুরু হযরত মোহাম্মাদ ) এবং যিনি শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ( অর্থাৎ শিষ্য হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ )।" ( ইলহাম হযরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ)—ইং ১৮৯৩ ইসাব্দ।

হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর সীমাহীন বরকতের দ্বার আজ হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ আঃ )-এর মধ্যে খুলিয়াছে। যে চাহে এ দ্বার হইতে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর আশিস লাভ করিতে পারে।

## হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ ( আঃ ) পরলোকের রহস্য উৎঘাটিত করিয়াছেন।

আল্লাহ্-তা'লা বর্তমান পার্থিব জ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ও আধ্যাত্মিকতার ঘণ তামস যুগে আপন চির অযাচিত করুণার পার্থিব উন্নত জ্ঞানের সহিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমতা রক্ষা কল্পে এবং মানব জাতিকে তাহাদিগের বর্তমান বিপজ্জনক অবস্থা, উহার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে অবহিত করাইবার জন্য এবং পরকাল সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিয়া সে সম্বন্ধে সাবধান করিতে হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-কে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর অনুগমনের ধারায় আবির্ভূত করিয়াছেন। তিনি পরলোকের উপর বিলম্বিত দুর্ভেদ্য রহস্য যবণিকা হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর আধ্যাত্মিক আলো সংযোগ ভেদ করিয়া আমাদিগের মনের সকল সংশয় ও অন্ধকার দূর করিয়া, তিনি পরকালের দৃশ্য আমাদিগের জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে উষার আলোক লেখায় আঁকিয়া দিয়াছেন।

( ক্রমশঃ )

আহ্‌মদী পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, যাঁহাদের চাঁদা বাকী আছে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে চাঁদা পরিশোধ করেন। আর যাঁহারা পত্রিকা গ্রহণ করিতে চাহেন না, তাঁহারা যেন আমাদেরকে লিখিয়া জানান। যাঁহারা আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ না করিবেন অথচ পত্র লিখিয়া জানাইবেন না, তাঁহাদের নামে V. P. P করা হইবে। চিঠি লিখিলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

# জামাতে এছলামী জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে

## কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র উজীর কর্তৃক মওলানা মওদুদীকে পাকিস্তান বিরোধী আখ্যাদান

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৩শে অক্টোবর।—স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীর দফতরের উজির খান হাবিবুল্লাহ খান অদ্য বলেন যে, মওলানা মওদুদী এবং তাঁহার দল জামাতে এছলামী এই সঙ্কটময় মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যের ধ্বংস সাধন এবং দেশবাসীর মধ্যে নৈরাশ্য ও বিভেদ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

স্বল্প সময়ের নোটিশে তাঁহার দফতরে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বরাষ্ট্র উজির উপরোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি পাঠ করেন। স্বরাষ্ট্র উজির তাঁহার বিবৃতিতে বলেন: ভারতে ব্যাপক অস্ত্র সাহায্যের ফলে বর্তমানে ভারতের আক্রমণাত্মক ও সম্প্রসারণবাদী নীতি এক নয়া রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে এবং একই সময়ে আসাম ও ত্রিপুরা হইতে হাজার হাজার মুসলমানকে উৎখাত করিয়া বলপূর্ব্বক পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করা হইতেছে।

এছাড়া কাশ্মীরেও ভারত আক্রমণাত্মক অভিসন্ধিতে রত রহিয়াছে। ভারতের এই আক্রমণাত্মক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য পাশ্চাত্যের বিপুল সামরিক সাহায্যই যে দায়ী তাহা সুস্পষ্ট। এই সংকটজনক মুহূর্তে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ছদ্মাবরণের অন্তরালে এক শ্রেণীর লোক জনমতকে বিষাক্ত এবং দেশবাসীর মধ্যে অনৈক্য ও নৈরাশ্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে।

আগামী ২৫শে অক্টোবর লাহোরে নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে এক সম্মেলন আহ্বান করিয়া জামাতে এছলামী কিছু সংখ্যক পোষ্টার বিতরণ করিয়াছে। এই সকল পোস্টার হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দেশে এত ভয়াবহ শূন্যতা বিরাজ করিতেছে বলিয়াই তাহারা জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সচেষ্ট। তাহারা কায়েদে আযম ও কায়েদে মিল্লাতের প্রথম ৪ বৎসরের শাসন সহ নির্বি-

চারে সকল সরকারের সমালোচনা করিতেছেন। স্বরাষ্ট্র উজির অতঃপর বলেন ঃ মওলানা মওদুদীর পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবের কথা কেহই বিস্মৃত হয় নাই। এই উপমহাদেশের মুসলমানগণ যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন তখন মওলানা মওদুদী তাহাদিগকে হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কোন আশংকা পোষণ না করার উপদেশ দান কার্যে রত হন। তিনি হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের বিপদ এড়ানোর জন্য মুসলমানদের প্রতি তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী সম্পর্কে চাপ না দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। জামাতে এছলামী নেতা পাকিস্তান দাবীকে সস্তা বুলি বলিয়া অভিহিত করেন। মোসলেম লীগকে তিনি অধার্ম্মিক এবং যাহাদের চরিত্র ও আচরণের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না এমন কতিপয় ব্যক্তি পরিচালিত দল বলিয়া সমালোচনা করেন।

"মাজী কারিব কা জায়েজ" নামক পুস্তকে মওলানা মওদুদী মোসলেম লীগের নৈতিক শক্তির অভাব ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা স্বীয় শক্তির বলে পাকিস্তান অর্জ্জন করে নাই এবং স্বাধীনতা প্রশ্নে কংগ্রেস ও বৃটীশের মধ্যে ১০ বৎসর ব্যাপী সংগ্রামের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। উক্ত একই পুস্তকে মওলানা মওদুদী পাকিস্তানে ভয়াবহ, নৃশংস ও বর্বর কার্য্যকলাপের অভিযোগ করিয়া বলেন যে, মুষ্টিমেয় দুষ্ট চরিত্রের লোকের কার্য্য ইহা নহে বরং বড় বড় নেতাগণ এ সকল পরিকল্পনার জন্য দায়ী এবং শাসনযন্ত্রের সহায়তার এই সকল ভয়াবহ কার্য্য করা হইয়াছে। তিনি বলেন, ইহার ফলে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই দেশ লক্ষ লক্ষ দস্যু, গুপ্তহন্তা, ভেজালদানকারী এবং জঘন্য চরিত্রহীন লোকের বাসভূমি।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত রূপ মন্তব্য করিয়াছেন তিনি আজ এছলামের নামে এক রাজনৈতিক দলের নেতা হইয়াছেন। মওলানা মওদুদীর রাজনৈতিক জীবনের আগাগোড়াই এইভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজে ব্যয়িত হইয়াছে।

মওলানা এক্ষণে দেশে এক স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কত্ববাদী দল গঠন করিয়াছেন। এই দল ক্রমাগত জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ ও হতাশার বীজ ছড়াইয়া চলিয়াছে।

অন্যান্য বহু বিষয়ের মধ্যে কাশ্মীরও জামাতে এছলামী নেতার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি কাশ্মীরে পাকিস্তানের অবলম্বিত সামরিক ব্যবস্থাকে 'জেহাদ-নয়' বলিয়া ফতোয়া দান করেন। এই ফতোয়ার ফলে তৎকালে মওলানা মওদুদী ও তাহার দল, দেশবাসী ও সংসবাদপত্র সমূহের ধিক্কার লাভ করে।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের কতিপয় চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে যখন কাশ্মীর সমস্যার প্রতি সারা বিশ্বের দৃষ্টি

আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন মওলানা মওদুদী পুনরায় এই বলিয়া সরকারের সমালোচনা করিতেছেন যে, নয়া বৈদেশিক নীতির ফলে দেশ আন্তর্জ্জাতিক জটীলতায় পতিত হইবে এবং বিদেশে ইহার মর্য্যাদাহানি হইবে।

মওলানা মওদুদী ও তাহার দলের অপকর্ম্মের তালিকা অনেক দীর্ঘ। জনসাধারণ ইতিপূর্বে ভারতের হায়দারাবাদ অভিযান কালে তাহাদের মৌনতা এবং কায়েদে আযম ও কায়েদে মিল্লাতের মৃত্যুতে তাহাদের উদ্বেগের অভাব ও উদাসীনতা প্রভৃতি বহু ব্যাপারে তাহাদের নিন্দা করিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে দেশবাসীকে পুনরায় সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার কর্তব্য।

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কেহ যাহাতে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করিতে না পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সংহতির প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সম্প্রতি যে আবেদন জানান, তাহা দেশ প্রেমিক সকল মহলের উৎসাহ ব্যঞ্জক সাড়া লাভ করার ফলে জামাতে এছলামী হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। ফলে তাহারা এক্ষণে জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য এক বিশেষ সভার ব্যবস্থা করিতেছে।

আজাদ

২৪। ১২। ৬৩ ইসাব্দ

O

# প্রশ্নোত্তর

উত্তর দিয়েছেন—মৌলবী মোহাম্মাদ

প্রশ্ন ঃ—মীর্যা সাহেব যদি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্ণ-অনুসারী হইতেন তবে তিনি হজ্ব সমাপন করেন নাই কেন?

উত্তর ঃ— ইসলামের শিক্ষাগুলি কঠোর ও অনমনীয় নহে। পরন্তু যে নিয়মটি পালনে যত অসুবিধা উহার জন্য তত সহজ বিকল্প ব্যবস্থা আছে। হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর শিক্ষানুযায়ী ইসলামের পাঁচটি আরকান সকল মুসলমানের উপর বাধ্যকর। যথা— ১। কলেমা পাঠ। ২। নামাজ কায়েম করা।

৩। পুরা রমজান মাস রোজা রাখা। ৪। জাকাত দেওয়া এবং ৫। হজ্ব করা। ইহাদের মধ্যে যেটির পালনে যেমন অসুবিধা দেখা দেয়, উহার পালনে তত সহজ বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

১ নং আরকান পালনে অসুবিধা না থাকায় উহা সদা সকল মুসলমানের জন্য পালনীয় এবং ইহার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই। ২ নং আরকান স্ত্রী ও পুরুষ সকলের জন্য বাধ্যকর। কিন্তু স্ত্রীলোকের শরীরের বিশেষ অবস্থায় এই ফরজ তাহাদের জন্য মাফ থাকে। কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইলে রোগানুযায়ী বসিয়া বা শুইয়া নামাজ পড়িতে পারে। এবং সফরে থাকিলে কসর করিতে হয়। ৩। পুরা রমজান মাসের রোজা সকল স্ত্রী ও পুরুষের উপর বাধ্যকর। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় অপর সময় রাখা যায়। চিররোগে অক্ষমদের উপর ইহা ফরজ নহে। তবে চিররুগ্ন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে ফিদিয়া দিতে হয়। ৪ ও ৫ নং আরকান জাকাত দেওয়া ও হজ্ব করা কাহারও জন্য শর্তাধীনে বাধ্যকর হয় এবং যাহার সঙ্গতি নাই, তাহার উপর ইহা ফরজ নহে। হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর গৃহে কখনও কোন অর্থসম্পদ থাকিত না। এ জন্য তাঁহার উপর জাকাত ফরজ ছিল না এবং জীবনে তাঁহার জাকাত দিবার সুযোগ হয় নাই। নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলির যে কোন একটি কাহারও ক্ষেত্রে বর্তমান থাকিলে তাহার উপর হজ্ব ফরজ হয় না।

১। গৃহে বৃদ্ধ পিতামাতা থাকিলে।

২। পথ বিপজ্জনক হইলে।

৩। স্বাস্থ্য খারাপ থাকিলে।

৪। হজ্বের জন্য প্রয়োজনীয় হালাল অর্থ এবং পিছনে পরিজনবর্গের জন্য সংস্থান না থাকিলে।

আমরা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ )-এর জীবনীতে দেখিতে পাই যে, কোরেশদিগের তাঁহার প্রতি শত্রুতা থাকা কাল পর্যন্ত তিনি মদিনা হইতে মক্কায় হজ্ব পালন করিতে যান নাই। মক্কা বিজয়ের পূর্ব বৎসর তিনি ঐশী স্বপ্ন অনুযায়ী হজ্বের উদ্দেশ্যে ১৪০০ সাহাবা সহ যাত্রা করিয়া মক্কাবাসীগণের বাধা দেওয়ার এবং তদ্ধেতু পথ বিপজ্জনক হওয়ার কারণে হুদায়বিয়া হইতে ফিরিয়া যান।

হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ ( আঃ )-এর ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতা জীবিত থাকায় সে সময় তাঁহার উপর হজ্ব ফরজ হয় নাই। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমস্ত ত্যক্ত সম্পত্তি একা ভোগ দখল করিতে থাকেন এবং তাঁহাকে মাত্র আহার্য্য ও বস্ত্র দিতেন। তাঁহাকে ১ পয়সা মূল্যের খবরের কাগজ কিনিবার জন্য খরচ দিতেও তিনি নারাজ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার তখন হজ্বে যাইবার পয়সা ছিল না। তিনি দিবারাত্রি ধর্মীয় লেখাপড়া ও এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকিতেন, ফলে মাথাঘোরা ও বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং এই দুইটি ব্যাধি তাঁহার

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছিল। হিন্দুস্থানের উলেমাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে আরবের উলেমাগণের নিকট বহু মিথ্যা রচনা করিয়া তাঁহার উপর তাহাদিগের দস্তখতে কুফরের ফতওয়া লিখাইয়া আরবে শত্রুতামূলক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি কাদিয়ানের বাহিরে যখন অমৃতসর, শিয়ালকোটে যাইতেন তখন তাঁহার উপর শত্রুগণ ইটপাটকেল ছুড়িত। এমন কি দিল্লীতে তাঁহাকে রীতিমত আক্রমণ করিয়াছিল। এমতাবস্থায় হজ্বে যাওয়ার পথ তাঁহার জন্য নিরাপদ ছিল না। সুতরাং সকল দিক দিয়া দেখা যায় তাহার উপর হজ্ব ফরজ ছিল না।

পক্ষান্তরে কেহ স্বয়ং হজ্ব করিতে না পারিলে হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা ( সাঃ )-এর শিক্ষানুযায়ী অপরকে দিয়া বদল হজ্ব করার সুযোগ আছে। এই ব্যবস্থানুযায়ী হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ ( আঃ )-এর তরফ হইতে হযরত হাফেজ আহ্‌মদুল্লাহ্ সাহেব মরহুম হজ্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং হজ্ব সম্বন্ধে তিনি মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর শিক্ষার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

## ইশকে রসুল ( সাঃ )

### হযরত মসিহ্ মাউদ ( আঃ )-এর লিখনী নিঃসৃত

( এক )

بعد از خدا بعشق محمد مخمرم
گر کفر این بود بخدا سخت کافرم

অর্থাৎ "খোদার পরে আমি মোহাম্মাদ ( সাঃ )-এর প্রেমে বিভোর। ইহা যদি কুফ্‌র হইয়া থাকে, তাহা হইলে খোদার কসম আমি শক্ত কাফের। ( দুররে সমীন, পারসী)

( দুই )

খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁহার গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে বিধিবদ্ধ আইন বলিয়া স্বীকার করে; তাহার রসুল হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওসাল্লামকে প্রকৃত খাতামাল আম্বিয়া বলিয়া মানে এবং নিজকে তাহার কল্যাণের ভিখারী বলিয়া জানে। জানিয়া রাখিও এইরূপ ব্যক্তি খোদার প্রিয় হয়। খোদার প্রেমের অর্থ এই যে, তিনি তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং আপন কল্যাণপূর্ণ বাণী দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করেন এবং তাহার সাহায্যার্থে নিদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকেন। ( চশমায়ে মারফৎ )

( তিন )

সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের আলো, যাহা মানব তথা পূর্ণ মানবকে দেওয়া হইয়াছে উহা ফেরেস্তাগণের মধ্যে ছিল না, তারকায় উহা ছিল না, চন্দ্রে তাহা ছিল না, সূর্যে উহা ছিল না, উহা ভূপৃষ্ঠে, সমুদ্র ও নদী সমূহে ছিল না, উহা পদ্মরাগ মণি ও নীলকান্ত মণিতে ছিল না, পান্না, হীরক ও মতির মধ্যেও ছিল না, উহা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না। উহা ছিল শুধু মানবের মধ্যে তথা পূর্ণ মানবের মধ্যে, পূর্ণ ও সর্বোচ্চ, মহীয়ান ও গরীয়ান, আমাদিগের প্রভু সৈয়দুল আম্বিয়া, সৈয়দুল আহ্‌য়ীয়া মোহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লামের মধ্যে। ( আইনায়ে কামালাতে ইসলাম )।

( চার )

ধর্ম-বিশ্বাস যাহা খোদা তোমাদের নিকট চাহেন, তাহা এই যে, খোদা এক এবং হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওসাল্লাম তাহার নবী এবং তিনি খাতামুল আম্বিয়া এবং তিনি সর্বাপেক্ষা বড়। তাঁহার পর কোন নবী নাই, পরন্তু যাঁহাকে প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ মোহাম্মাদী চাদর পরান হইয়াছে।" ( কিস্তিয়ে নূহ )

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

# আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকার সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান, সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

## আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে লেখা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। লেখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ লেখার অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ লেখা না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় লেখা পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

## বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌছান চাই।

## বিজ্ঞাপনের হার

| | | |
|---|---|---|
| সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা | প্রতি সংখ্যা | ৪০৲ |
| " অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম | " | ২৫৲ |
| " সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম | " | ১৫৲ |
| " সিকি কলম | " | ৮৲ |
| " কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা | " | ৭০৲ |
| " " " " অর্ধ | " " | ৪০৲ |
| কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ | প্রতি সংখ্যা | ৫০৲ |
| " " " অর্ধ | " " | ২৫৲ |
| " " ৪র্থ পূর্ণ | " " | ৮০৲ |
| " " " অর্ধ | " " | ৪০৲ |

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar*